দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 25 MAY 2005
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

# শিক্ষা ব্যবস্থা দুর্বৃত্তায়নের ফাঁদে॥ প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব চলে যাচ্ছে মাফিয়াদের হাতে




শরিফুজ্জামান পিন্টু ॥ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এখন দুর্বৃত্তায়নের ফাঁদে পড়েছে। শিক্ষার ফল হয়ে উঠছে বিষময়। নৈতিক অবক্ষয়ের সামগ্রিক ধারা গ্রাস করেছে এই খাতকেও। লেখাপড়ার মাধ্যমে জ্ঞানের তৃষ্ণা মেটানো এবং নির্মোহ জ্ঞান চর্চা বলতে শিক্ষার পরিমণ্ডলে তেমন কিছুই অবশিষ্ট নেই। মাত্রাতিরিক্ত বাজারিকরণ এবং রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার জন্য সব স্তরের শিক্ষা সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে ঘুরপাক খাচ্ছে। শিক্ষার্থীর মেধা, মনন ও সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিবর্তে তাকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে আত্মকেন্দ্রিক ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে।

স্বাধীনতাপরবর্তী ৩৪ বছরে দেশে ছয়টি শিক্ষানীতি প্রণীত হলেও কোনটি বাস্তবায়ন হয়নি। সরকারের নির্বাহী আদেশে এবং আমলাতন্ত্রের খেয়াল-খুশিমতো চলছে শিক্ষাব্যবস্থা। আর এতে প্রাধান্য পাচ্ছে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ও পাকিস্তানী আমলের সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীল ধারা। (৩ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

## শিক্ষা ব্যবস্থা দুর্বৃত্তায়নের

(প্রথম পাতার পর)

স্বাধীনতার পর শিক্ষা নিয়ে যত পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে অন্য কোন খাতে ততটা হয় নি। শিক্ষা কমিশন বা কমিটির নামে কাগজে ছলনাই হয়েছে বেশি।

এ প্রসঙ্গে সর্বশেষ জাতীয় শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা বলেন, দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, সামগ্রিকভাবে এ পর্যন্ত কোন শিক্ষানীতিই বাস্তবায়ন হয়নি। ফলে শিক্ষাব্যবস্থা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছাড়াই তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকছে। এ যেন এক হালবিহীন নৌকা, ঢেউয়ের তালে তালে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছে। তিনি মনে করেন, জাতীয়ভাবে একটি স্থায়ী শিক্ষা কমিশন জরুরী। চীনে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এ ধরনের কমিশন গঠিত হবার পর সেদেশে শিক্ষায় প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয়েছে। দেশে পাবলিক পরীক্ষায় নকল কমে এসেছে। আতঙ্ক সৃষ্টি করে এটা সম্ভব হলেও যেসব কারণে একজন শিক্ষার্থী নকল করে তা রয়ে গেছে বহাল তবিয়তে। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন বলেন, যেভাবেই হোক নকল বন্ধ হয়েছে, এখন শিক্ষার গুণগত মান বাড়বে এবং বাধ্য হয়ে শিক্ষার্থী পড়ার টেবিলে ফিরবে।

শিক্ষা নিয়ে আলোচনায় একটি বিষয় ঘুরেফিরে আসে বারবার। অভিভাবকের আয়ের সঙ্গে সন্তানের শিক্ষা খরচের অসঙ্গতি। অধিকাংশ পরিবারেই বিদ্যমান এবং দৃশ্যমান। প্রশ্ন উঠেছে, দেশের বিদ্যমান বেতন কাঠামোয় একজন সরকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারী অথবা সাধারণ আয়ের মানুষ কিভাবে তার সন্তানকে অভিজাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ানোর খরচ বহন করেন? এ প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমানের সাম্প্রতিক উক্তি হচ্ছে, তাঁর নাতনিকে যত টাকা দিয়ে ঢাকায় পড়াতে হচ্ছে, তিনি নিজে বিলাতেও এত টাকা খরচ করে পড়েন নি।

স্কুলপড়ুয়া কোমলমতিদের মনোবেদনা নিয়ে লেখা হয়েছে ডেভিড কপারফিল্ডের মতো বিখ্যাত উপন্যাস। এই উপন্যাসে ডেভিডের জন্য যন্ত্রণাদায়ক স্কুলটির নাম ছিল 'সালেম হাউস'। দেশে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান এখনও রয়েছে। ঢাকার অভিজাত স্কুল বিআইটি উত্তরা শাখার স্ট্যান্ডার্ড ফোরের শিক্ষার্থী আয়রাফুল আলম মিলকী লিখিত বক্তব্যে বলেছে-' গত ১৩ এপ্রিল প্রিন্সিপাল দুবনা ম্যাডাম এবং হেড মাস্টার আজাদ স্যার আমাকে প্রচণ্ড ধমকায়। আমি বিমায় আসি জানতে পেরে দুবনা ম্যাডাম আমাকে ও আমার বাবাকে 'পুওর ম্যান' বলে মন্তব্য করেন। সেদিন তারা আমার টিফিন ও গেমস পিরিয়ড বাতিল করে দেয়। আমাকে অন্যদের সঙ্গে মিশতে দেয়া হয় না। গেমস ও টিফিন পিরিয়ডে আমাকে একটি পানিশমেন্ট রুমে বসিয়ে রাখা হয়। একদিন আমি পানিশমেন্ট রুমে হিসি করে দিয়েছি।'

গালমন্দ, বকাঝকা, নিলডাউন, আঙ্গুলের ভেতর পেন্সিল দিয়ে কষা, বেঞ্চের নিচে মাথা ঢুকিয়ে রাখা, কান ধরে উঠবস করা এখনও অব্যাহত আছে দেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। উদয়ন স্কুলের সাবেক অধ্যক্ষ এবং শিক্ষক নেত্রী শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী বলেন, পড়াশোনা হবে আনন্দের সঙ্গে। কোনরকম শাস্তি, চাপ প্রয়োগ এবং শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়।

শিক্ষাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে ভদ্রবেশী ও মুখোশধারী মাফিয়া। এরা শিক্ষা বাণিজ্যের মাধ্যমে আত্মউন্নয়ন ঘটাচ্ছে। এক সময় সমাজসেবক এবং শিক্ষিত লোকদের ধরেবেঁধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হতো। আর এখন রাজধানীর দেয়ালে দেয়ালে সারা বছরই লেগে থাকে পরিচালনা কমিটি নির্বাচনের রঙিন পোস্টার, বিলি করা হয় লিফলেট। এমনকি অন্যান্য নির্বাচনের মতো টাকাও ওড়ে। বিজয়ী হবার জন্য জাল ভোটারও করা হয়, যার দৃষ্টান্ত স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এ্যান্ড কলেজ। ঢাকার উদয়ন স্কুল, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচালনা কমিটি নিয়ে কুটিকামেলা লেগেই আছে। সাম্প্রতিক সময়ে হাইকোর্টসহ দেশের নিম্ন আদালতে যে বিপুলসংখ্যক মামলা দায়ের হচ্ছে সেগুলোর মধ্যে অপরাধ ও জমিজমার পরই রয়েছে শিক্ষা সংক্রান্ত মামলা।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর সাহেদা ওবায়েদ বলেন, শিক্ষা এখন ব্যবসা। আর যেখানেই ব্যবসা সেখানে ঝামেলা থাকবে– এটাই স্বাভাবিক।

পবিত্র শিক্ষাঙ্গনে দুর্নীতি, মাফিয়ার অনুপ্রবেশ ঘটছে। ইউপি চেয়ারম্যান বা ওয়ার্ড কমিশনার হওয়া স্বল্পশিক্ষিত জনপ্রতিনিধিদের টার্গেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হাল ধরা। প্রবীণ শিক্ষক নেতা প্রফেসর এম শরীফুল ইসলাম বলেন, তাঁর পরনে থাকা কালো পোশাকের মতোই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কালো হয়ে গেছে। শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কহীন বিত্তবান ও ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা এখন কমিটিতে ঢুকে শিক্ষকদের ভৃত্যজ্ঞান করে হুকুমদারি চালাচ্ছেন, হুমকি দিচ্ছেন এমনকি অবৈধভাবে শিক্ষক বিতাড়নের ব্যবস্থাও করছেন।

জনকণ্ঠে সিরিজ প্রতিবেদন প্রকাশ শুরুর পর দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিক্ষা মাফিয়াদের নাম আসতে শুরু করেছে। ফেনী সাউথ ইস্ট কলেজের গভর্নিং বডির এক সদস্য এবং প্রভাবশালী ঠিকাদার অপারেশন ক্লিনহার্টের সময় গ্রেফতার হয়, তাকে ডিটেনশন দেয়া হয়। সাবেক দুর্নীতি দমন ব্যুরো, ফেনী জেলা প্রশাসন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অফিসে এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, স্কুলের অর্থ আত্মসাতসহ বিভিন্ন অভিযোগ করা হয়েছে। জোড়া খুনের আসামী হিসেবে সে ১৮ মাস জেলও খেটেছে, খালাস পেয়েছে নানা কৌশলে।

আমাদের কাছে পাঠানো কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার ইলিয়টগঞ্জ রাবি উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যানের নগ্নছবি, তার বিরুদ্ধে প্রকাশিত পোস্টার, লিফলেট এবং বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত তার শিক্ষক নির্যাতনের খবর পড়লে আঁতকে উঠতে হয়।

মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর উপজেলার চরমাস্তুল এমবিএ হাইস্কুলে প্রহসনমূলক ম্যানেজিং কমিটিতে এসএসসির গণ্ডি পার না হওয়া প্রধান শিক্ষকের দুই নিকটাত্মীয় সভাপতি এবং সদস্য। বাকি সদস্যদের কেউ নিকটাত্মীয় কেউবা ঘনিষ্ঠ আবার বেশিরভাগই অর্ধশিক্ষিত। শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে সবকিছুতেই চলছে ব্যাপক অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতি। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম তাইফুর রহমান ওরফে তারা মিয়ার অস্তিত্ব মুছে ফেলার চেষ্টা চলছে। মরহুমের প্রকৌশলী পুত্র মসুদ আলী রেজা ঢাকা বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা অফিসে প্রহসনমূলক ম্যানেজিং কমিটি বাতিলের দাবি জানিয়েছেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক শামসউদ্দিন আহমেদ জনকণ্ঠকে বলেছেন, শিক্ষা বোর্ড ম্যানেজিং কমিটি অনুমোদনের পর আর কোন অভিযোগ তোলার অবকাশ নেই।

এদিকে দেশের শিক্ষা ক্যাডারে নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক স্বার্থ প্রাধান্য পাচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম), মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর, কলেজ এবং বিভিন্ন শিক্ষাবোর্ডসহ শিক্ষার শীর্ষ পদগুলো পূরণে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রচলিত নিয়মনীতি উপেক্ষা করা হচ্ছে। মন্ত্রী-এমপিদের স্ত্রী, তাঁদের নিকটাত্মীয় বা সরকারের আস্থাভাজন লোকেরা জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন করে দখলে নেন সিংহভাগ গুরুত্বপূর্ণ পদ।

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসাধন মেখে ঢেকে রাখা হলেও এর ভেতরে প্রচণ্ড ক্ষত রয়েছে। একই রাষ্ট্রে শিক্ষার একাধিক ধারা, এত বৈষম্য থাকা উচিত নয়। শিক্ষা হবে একমুখী, একই মাধ্যমে এবং সর্বজনীন। বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি এবং প্রবীণ শিক্ষক নেতা ড. ম. আখতারুজ্জামান বলেন, অসাম্প্রদায়িক ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা, গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয়করণ এবং সর্বস্তরে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে না পারলে এদেশে শিক্ষার দুরবস্থা কমবে না।

শিক্ষা নিয়ে দোদুল্যমানতা, সিদ্ধান্তহীনতা রয়েছে প্রচুর। রাজনৈতিক কারণে ভাল সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না, ইচ্ছা থাকলেও তা কোন কোন সময় সম্ভব নয়। এর প্রমাণ দফায় দফায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজনীতিমুক্ত রাখার দৃঢ় ও দীপ্ত অঙ্গীকার। ব্রিটিশ আমল থেকে শিক্ষা নিয়ে নেতিবাচক রাজনীতি, রাজনৈতিক ধান্দাবাজির ধারা আজও দৃশ্যমান এবং বহমান।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-এর ট্রাস্টি অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদের মতে, শিক্ষা যখন পণ্য হয়ে ওঠে, তখন এর উদ্দেশ্য কেবল সনদপ্রাপ্তি। এ জন্য মুখস্থ বিদ্যার প্রবণতা বেড়েছে, মুখস্থ ক্ষমতাই যেন মেধাকে নির্দেশ করছে। তিনি বলেন, দুর্নীতির অক্টোপাস থেকে শিক্ষা বিভাগ মুক্ত করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শিক্ষা এখন উচ্চমূল্যের পণ্য যা কেনার সামর্থ্য এদেশের সাধারণ মানুষের নেই। এই খাতে বিনিয়োগ বাড়ানোর আগে নিশ্চিত করতে হবে বরাদ্দকৃত প্রতিটি অর্থের সদ্ব্যবহার। সিরিজ প্রতিবেদন তৈরি করতে গিয়ে আঁচ করা যায়, জাতির মেরুদণ্ডের সঙ্গে তুলনীয় এই খাতের সমস্যাগুলো যেন অনতিক্রম্য বৃত্তে আটকে গেছে।